উম্মত তৈরী কর

এপ্রিল ২০১৯

উদ্দেশ্য

আপননি যেহুতু নতুন বিশ্বাসী দলগুলোকে “যাও এবং বল” বইটি শিক্ষা দেওয়া সম্পন্ন করেছেন তাই এখন এই বইটি থেকে কিভাবে ঈসার হুকুম পালন করা যায় তাদেরকে শিক্ষা দিন ।

সূচিপত্র

শান্তির ঘরের তালিকা ৫

পাঠ ১ : আল্লাহ্‌র কালাম পালন কর ৭
মথি ২৮:২০ / মথি ৭:২৪-২৭ আয়াত

পাঠ ২ : তরিকাবন্দী নাও ৯
রোমীয় ৬:৩-৫ / প্রেরিত ১৬:২৫-৩৪ / মথি ৩:১৩-১৫ আয়াত

পাঠ ৩ : মসীহের মধ্যে থাক ১১
প্রেরিত ৪:১৩ / ইউহোন্না ১৫:১-১৭ আয়াত

পাঠ ৪ : মুনাজাত কর ১৩
মথি ৬:৫-১৩ আয়াত

পাঠ ৫ : মহব্বত কর ১৫
মথি ২২:৩৭-৩৯ / লূক ১০:২৫-৩৭ আয়াত

পাঠ ৬ : যাও ও উম্মত তৈরী কর ১৭
মথি ২৮:১৮-২০ / ইউহোন্না ৪: ৫-৪২ আয়াত

পাঠ ৭ : মসীহের মেজবানী গ্রহন করা ১৯
১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৮ / লূক ২২:১৪-২০ আয়াত

পাঠ ৮ : দান কর ২১
লূক ৬:৩৮ / প্রেরিত ৪:৩২-৩৭ আয়াত

পাঠ ৯ : অত্যাচারের/জুলুমের সময় স্থির থাক ২৩
ইউহোন্না ১৬:৩৩ / প্রেরিত ৫:২৭-৪২ আয়াত

পাঠ ১০ : রূহানী যুদ্ধের সময় স্থির থাক ২৫
ইফিষীয় ৬:১০-১৮ আয়াত

এর পরে কি করতে হবে ২৭

উম্মত তৈরী কর

আসুন আমরা একসঙ্গে মথি ২৮:১৮-২০ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র কালাম পড়িঃ

এখানে ঈসা মসীহ আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, তার হুকুম কিভাবে পালন করতে হয় আমরা যেন তা নতুন বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেই । যদি আপনি এটি পালন না করেন, তবে তারা তাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাবে না। তাই নতুন বিশ্বাসীদের সাথে সাক্ষাৎ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনার রয়েছে, যাতে আপনি তাদেরকে রুহানিক ভাবে শক্তিশালী উম্মত হতে শিক্ষা দিতে পারেন।

পরের পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক টি শান্তির ঘরের তালিকা তৈরী করুন যেখানে আপনার পরিচিত নতুন বিশ্বাসীগন বসবাস করেন। (আপনি এই পৃষ্ঠাতে শান্তির ঘরের তালিকা তৈরী করে তা লেখার আগে এই পৃষ্ঠাটির কপি তৈরি করতে পারেন যাতে আপনি পরবর্তিতে শান্তির ঘরগুলির আরও তালিকা তৈরী করতে পারেন।)

শান্তির ঘর

যখন আপনি "যাও এবং বল" এবং "উম্মত তৈরী কর" বই থেকে কোন পাঠ আপনার শান্তির ঘরগুলোতে শিক্ষা দিবেন তখন সেই পাঠটি গোল করুন।

১. _____
"যাও এবং বল" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"উম্মত তৈরী কর" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২. _____
"যাও এবং বল" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"উম্মত তৈরী কর" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩. _____
"যাও এবং বল" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"উম্মত তৈরী কর" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪. _____
"যাও এবং বল" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
উম্মত তৈরী কর বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫. _____
"যাও এবং বল" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"উম্মত তৈরী কর" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬. _____
"যাও এবং বল" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"উম্মত তৈরী কর" বইটির যে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

এই বইটি আপনাকে নির্দেশনা দেবে মানুষকে কি ভাবে ঈসার হুকুম পালন করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রত্যেকটি পাঠ তাদের শিক্ষা দিন, পাঠ-১ দিয়ে শুরু করুন। এই বইয়ের প্রত্যেকটি নির্দেশনা অনুসরন করে তাদের শিক্ষা দিন। আপনি যদি এই বইয়ের প্রতিটি পাঠ তাদেরকে শিক্ষা দেন তাহলে তারা রুহানিক ভাবে শক্তিশালী উম্মত হতে পারবে।

১ম পাঠঃ আল্লাহ্‌র কালাম পালন কর



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ
একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (তওবা করা ও ঈমান আনা)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি তওবা করা ও ঈমান আনা সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন আল্লাহ্‌র কালাম পালন করা সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে মথি ২৮:২০ আয়াত থেকে আল্লাহর কালাম পড়ি।*
    - *এখানে আমরা দেখতে পাই আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কালাম পালন করতে হবে।*
- *এখন আসুন আমরা মথি ৭:২৪-২৭ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *আসুন আমরা সকলে প্রতিদিন কিতাব পড়া বা শোনার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।*

- *হযরত ঈসা আমাদের যা যা করতে শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলো পালন করার ব্যাপারে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।*
- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ২: তরিকাবন্দী নাও

চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (আল্লাহ্‌র কালাম পালন করা)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি আল্লাহ্‌র কালাম পালন করা সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন তরিকাবন্দী নেওয়া সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে রোমীয় ৬:৩-৫ আয়াত পড়ি বা শুনি।*
    - *তরিকাবন্দী কি? আমরা যে হযরত ঈসার অনুসারী বা উম্মত, তার একটি চিহ্ন হল তরিকাবন্দী ।*
    - *যেভাবে হযরত ঈসা মৃত্যু বরণ করেছিলেন, দাফন করা হয়েছিল ও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন সেভাবে আমরাও আমাদের পুরাতন জীবনের কাছে মরে গেছি, আগের গুনাহ্‌ স্বভাবকে দাফন করে, এখন হযরত ঈসা মসীহকে অনুসরন করার জন্য বেঁচে আছি।*
    - *তরিকাবন্দীর মাধ্যমে আমরা গুনাহ্‌ থেকে ক্ষমা পাই না। আমাদের ঈমানের স্বীকারোক্তি হিসাবে আমরা তরিকাবন্দী নিই এই জন্য যে, হযরত ঈসার মৃত্যু, কবর ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে গুনাহ্‌ থেকে মাফ করা হয়েছে।*
- *এখন আসুন আমরা প্রেরিত ১৬:২৫-৩৪ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী পড়ি বা শুনিঃ-*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*

- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*

- *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
- *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
- *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
    - *কার তরিকাবন্দী নেওয়া উচিত?*
      মথি ২৮:১৯ ও প্রেরিত ২:৩৮ আয়াত পড়ুন বা শুনুন। যে কেউ তওবা করে ও ঈমান আনে, তাকে তরিকাবন্দী নেয়ার মাধ্যমে ঈসার প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করা উচিৎ।
    - *কেন আমাদের তরিকাবন্দী নেওয়া উচিত?*
    - *মথি ৩:১৩-১৫ আয়াত পড়ুন বা শুনুন। হযরত ঈসা নিজে তরিকাবন্দী নিয়েছেন, তাই আমাদেরও তরিকাবন্দী নেওয়া উচিত। তরিকাবন্দী নেওয়ার অর্থ আমরা প্রভু ঈসার সঙ্গে এক হয়েছি।*
    - *কিভাবে আমাদের তরিকাবন্দী নেওয়া উচিত?*
      মথি ৩:১৬ আয়াত- হযরত ঈসা পানিতে নেমেছিলেন।
    - *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
    - *আসুন, আমরা সবাই হযরত ঈসার এই হুকুম পালন করি। আপনাদের মধ্যে কে কে এখনও তরিকাবন্দী নেন নি? যারা এখনও তরিকাবন্দী নেননি তারা এখনই তরিকাবন্দী নেন।*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৩: মসীহের মধ্যে থাক



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (তরিকাবন্দী)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি তরিকাবন্দী সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন মসীহের মধ্যে থাকা সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে প্রেরিত ৪:১৩ আয়াত পড়ি বা শুনি।*
    - *এখানে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্ সাধারন লোকের মাধ্য দিয়ে আশ্চার্য কাজ করতে পারেন।*
    - *ঈমানদার হিসাবে আমাদের শক্তি আসে হযরত ঈসার মধ্যে থাকার মাধ্যমে।*
- *এখন আসুন আমরা ইউহোন্না ১৫:১-২৭ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী পড়ি (শুনি) যা মসীহের মধ্যে থাকা সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *মসীহের হুকুম পালন করার মাধ্যমে আমরা মসীহের মধ্যে থাকি।*
        - *মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আমরা মসীহের মধ্যে থাকি ।*

- *তাঁর* কালাম *পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা মসীহের মধ্যে থাকি।*
- *তিনি যে আমাদের মহব্বত করেন, সেই কথা বিশ্বাস করার মাধ্যমে আমরা মসীহের মধ্যে থাকি।*
- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৪: মুনাজাত কর



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ
একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (মসীহের মধ্যে থাকা)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি মসীহের মধ্যে থাকা সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন মুনাজাত সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *এখন আসুন আমরা মথি ৬:৫-১৩ আয়াত থেকে ঈসা মসীহের হুকুম পড়ি (শুনি)।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *মুনাজাতে মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে একাকী সময় কাটানোর জন্য আমাদের সময় বের করা উচিত।*
        - *মুনাজাতে আল্লাহ্র প্রশংসা করুন।*
        - *আমাদের জীবনে আল্লাহ্র ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় সে জন্য মুনাজাত করুন ।*
        - *আপনার সব অভাব পূরণ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করুন।*

- *গুনাহের মাফ পাওয়ার জন্য এবং অন্যদের মাফ করার শক্তির পাওয়ার জন্য মুনাজাত করুন।*
- *মুনাজাত করুন যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রলোভন ও বিভিন্ন খারাপ জিনিষ করা থেকে রক্ষা করেন।*
- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
- *এখন আসুন আমরা এই হুকুমটি একসঙ্গে পালন করি । প্রত্যেকে শব্দ করে আল্লাহ্‌র কাছে একটি সহজ মুনাজাত করুন।*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৫: মহব্বত কর



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ
একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (মুনাজাত)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি মুনাজাত সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন আল্লাহ্ ও অন্যদের মহব্বত করা সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

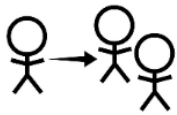
- *আসুন আমরা একসঙ্গে মথি ২২:৩৭-৩৯ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র হুকুম পড়ি (শুনি)।*
    - *আল্লাহ্ চান আমরা যেন আমাদের সমস্ত দিল দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের মহব্বত দেখাই।*
    - *আমাদের অন্যদের মহব্বত করা উচিত ।*
- *এখন আসুন আমরা লূক ১০:২৫-৩৭ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *আমাদের অন্যদের ভালবাসা উচিত ।*
        - *আমরা আল্লাহ্‌র হুকুমগুলো পালন করার মাধ্যমে তার প্রতি আমাদের মহব্বত দেখাই ।*

- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
- *আপনারা প্রত্যেকে আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনারা কিভাবে আপনাদের প্রতিবেশিদের প্রতি মহব্বত দেখাবেন?*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৬: যাও ও উম্মত তৈরী কর



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (মহব্বত)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি মহব্বত সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন আমরা গিয়ে উম্মত তৈরী করা সম্বন্ধে একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে মথি ২৮:১৮-২০ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র হুকুম পড়ি।*
    - *হযরত ঈসা আমাদের হুকুম দিয়েছেন সব জাতির লোকদের কাছে গিয়ে উম্মত তৈরী করার জন্য।*
    - *হযরত ঈসা ওয়াদা করেছেন যখন আমরা এই কাজ করব তখন তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।*
- *এখন আসুন আমরা ইউহোন্না ৪:৫-৩০,৩৯-৪২ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *হযরত ঈসার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে সামেরীয় স্ত্রীলোকটি কি করেছিলেন?*

তিনি অন্য লোকদের কাছে হযরত ঈসার বিষয়ে বলেছিলেন। আমাদেরকেও হযরত ঈসার বিষয়ে অন্য লোকদের কাছে বলতে হবে।

- *"যাও এবং বল" বইটিতে তালিকায় যাদের নাম লিখেছেন, সেই লোকদের কাছে গিয়ে সুসংবাদ বলার জন্য একটি সময়ের পরিকল্পনা করুন।*
- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
- *এখন আসুন, আমরা একসঙ্গে এই হুকুমটি মেনে চলি। আপনারা প্রত্যেকে যাদের কাছে সুসংবাদ বলতে চান তাদের নামের একটি নতুন তালিকা তৈরী করুন এবং আসুন আমরা এখন তাদের জন্য মুনাজাত করি।*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৭: মেজবানী কর



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (যাও ও উম্মত তৈরী কর)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি যাও ও উম্মত তৈরী কর সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন আমরা মেজবানী গ্রহণ করা সম্বন্ধে একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৮ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র হুকুম পড়ি।*
    - *যখন ঈমানদারগন এবাদতের জন্য একসঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাদের মেজবানী গ্রহন করতে হবে।*
    - *এই ভোজ খাওয়ার মধ্য দিয়ে হযরত ঈসা আমাদের সবার জন্য যে চুড়ান্ত কোরবানী হয়েছেন, সেই কথা আমরা স্মরণ করি।*
    - *আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ্‌ আমাদের হযরত ঈসার মাধ্যমে মাফ করেছেন এবং আমরা চিরকাল ধরে তাঁর সঙ্গে থাকব, সেই ওয়াদার একটি চিহ্ন হল মেজবানী ।*
    - *প্রভুর মেজবানী গ্রহণের পূর্বে আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করা উচিত, নিজেদের গুনাহ্‌গুলো আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকার করা এবং হযরত ঈসা যে আমাদের মাফ করার জন্য মারা গিয়েছেন তা স্মরণ করা।*
- *এখন আসুন আমরা লূক ২২:১৪-২০ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*

- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *যতবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হই ততবারই, আমাদের হযরত ঈসার কোরবানী হওয়ার কথা স্মরণ করা উচিত ।*
        - *কে মেজবানী গ্রহণ করতে পারবে?*
          প্রেরিত ২:৪২ ও ১ করিন্থীয় ১১:২৭,২৮ আয়াত পড়ুন। মসীহের কাছে সমর্পিত তরিকাবন্দী প্রাপ্ত উম্মগন নিজেদের পরীক্ষা করে দেখে মেজবানী গ্রহন করতে পারবে।
        - *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
        - *এখন আসুন, আমরা একসঙ্গে এই হুকুমটি মেনে চলি। যারা তরিকাবন্দি নিয়েছে তারা প্রত্যেকে মেজবানী গ্রহনে অংশ গ্রহন করতে পারে। আসুন একসাথে আমরা মেজবানী গ্রহন করি।*
          মুনাজাত

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৮: দান কর



চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম?(মেজবানী)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি মেজবানী সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন আমরা দান করা সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে লূক ৬:৩৮ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র হুকুম পড়ি।*
    - *আল্লাহ্‌ চান আমরা যেন অন্যদের প্রতি দানশীল হই।*
    - *যখন আমরা দানশীল হই, তখন আল্লাহ্‌ আমাদের রহমত করবেন।*

- *এখন আসুন আমরা প্রেরিত ৪:৩২-৩৭ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করুন যেন আমাদের যা আছে তা থেকে অন্যদের অভাবের সময় আমরা তাদেরকে দান করতে পারি।*

- *আল্লাহর কাছে মোনাজাত করুন, আমার দান হিসাবে যে অর্থ দেব তা যেন নতুন নতুন জায়গায় সুসংবাদ নিয়ে যাওয়ার ব্যবহার করতে পারি।*
- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
- *এখন আসুন, আমরা একসঙ্গে এই হুকুমটি মেনে চলি। যারা আগ্রহী হবে, তারা সেচ্ছায় প্রভূর কাজের জন্য অর্থ দান করবে। একসঙ্গে আমরা মুনাজাত করব এবং সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে এই সপ্তায় এই অর্থ ব্যবহৃত হবে।*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ৯: অত্যাচারের/জুলুমের সময় স্থির থাক

চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম?(দান করা)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি দান করা সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন অত্যাচার সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *আসুন আমরা একসঙ্গে ইউহোন্না ১৬:৩৩ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র হুকুম পড়ি।*
    - *পাক-কিতাবের এই অংশটি আমাদের বলে যে, আমরা এই জীবনে কষ্টের মুখোমুখি হবো।*
    - *কষ্টের মাঝে আমাদের আশা এই যে, হযরত ঈসা এই দুনিয়াকে জয় করেছেন।*

- *এখন আসুন আমরা প্রেরিত ৫:২৭-৪২ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*
- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*

- *আল্লাহর নামের জন্য যখন তোমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ কর তখন আনন্দিত হইও।*
- *সাহস এবং উৎসাহের জন্য মুনাজাত করা।*
- *কে দুঃখ- কষ্টের মুখো-মুখি হবে?*

○ *ইউহোন্না ১৬:৩৩;২ তীমথিয় ৩:১২ পড়ি (শুনি)। যদি কেউ ঈসার পিছনে পিছনে যায় অর্থাৎ তাকে অনুসরন করে তাহলে তারা* তাহলে *তার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবেন।*

- *আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, যখন আমরা হযরত ঈসাকে অনুসরণের ব্যাপারে বিশ্বস্ত হই, তখন প্রায়ই অত্যাচার আসে। অত্যাচারের মানে এই নয় যে, আমরা ভুল কিছু করেছি। এর মানে হল আমরা ঈসার প্রতি বিশ্বস্ত।*
- *ভয় ভিতি আসবার পরও সুসংবাদ তবলিগ করা চালিয়ে যেতে হবে।*
- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ- আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।

○ *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*

- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

পাঠ ১০: রূহানী যুদ্ধের সময় স্থির থাক

চলুন দেখি শেষ বার আমরা কি আলোচনা করেছিলামঃ

একসাথে আল্লাহর প্রসংশা করুন। আপনি প্রসংশার গান বা জবুর শরীফের কাওয়ালী গাওয়ার বা আল্লাহর সৃষ্টিশীলগুনসমুহের জন্য তার প্রসংশা করুন।

- *শেষবার আমরা যখন মিলিত হয়েছিলাম তখন কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম? (অত্যাচার)*
- *আপনাদের মধ্যে কেউ কি অত্যাচার সম্পর্কে কাহিনীটি আবার বলতে পারবেন?*
- *আপনি কি কারো কাছে সুসংবাদ বলেছেন?*
- *আপনি কি কোন শান্তির মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? "যাও এবং বল" বইটি থেকে কোন পাঠ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন?*
- *গত সপ্তাহে আপনারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন অংশটি পড়েছেন বা শুনেছেন?*
- *কোন বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারি?*
- *এখন আসুন আমরা মুনাজাতের বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

চলুন রুহানীক যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা একটি নতুন কাহিনী শিখিঃ-

- *এখন আসুন আমরা ইফিষীয় ৬:১০-১৮ আয়াত থেকে একটি সত্য কাহিনী শুনি, যা এই হুকুমটি সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়।*
    - *এখন আমি আবার কাহিনীটি বলব। (কাহিনীটি আপনার নিজের ভাষায় আবার বলুন)।*
    - *এই কাহিনীটি আবার পড়ুন (বা শুনুন)।*
    - *দয়া করে কেউ একজন কি এই কাহিনীটি আবার বলবেন?*

- *এরপরে, আমরা কিতাবের এই অংশটি সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।*
    - *এই কাহিনী থেকে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি শিখেছি? মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছি?*
    - *এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত? এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের করা উচিত নয়?*
    - *আমরা যা শিখলাম তা কি ভাবে পালন করতে পরি?*
        - *উপলব্ধি করুন আমাদের এই যুদ্ধ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। এই যুদ্ধ অন্ধকার রাজ্যের সব শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদের বিরুদ্ধে এবং আসমানের সব খারাপ রূহ্দের বিরুদ্ধে।*
        - *মন্দের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য আমরা আল্লাহ্র দেওয়া সাজ-পোশাক পরিধান করি। আমরা যা পরিধান করি তা হলঃ*
            - *সত্য*

- *ধার্মিকতা*
- *সুখবর অন্যদের কাছে বলার জন্য প্রস্তুতি, কারণ আল্লাহ্‌র দেওয়া শান্তি আমাদের সঙ্গে রয়েছে।*
- *ঈমান - আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভরতা মানে তিনি যা বলেছেন এবং ওয়াদা করেছেন সেগুলো বিশ্বাস করা।*
- *ঈসা মসীহের মধ্যদিয়ে আমাদের নাজাতের নিশ্চয়তা।*
- *পাক-রূহের ছোরা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম তুলে নিন। কিতাবুল মোকাদ্দসে পাওয়া আল্লাহ্‌র কথাগুলো অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমাদের ঢাল, কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম জানতে হবে। আল্লাহ্‌র কালাম জীবন্ত ও সক্রিয়। এই কালাম আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করে। আমাদেরকে কেবল ঢাল ব্যবহার করতে হবে।*

- *এ বিষয়ে কারো কি কোন প্রশ্ন আছে?*
- *একসঙ্গে মুনাজাত করুন এবং আল্লাহ্‌কে অনুরোধ করুন যেন তিনি আপনাকে তাঁর দেওয়া সাজ-পোশাক পরতে এবং প্রত্যেকদিন পাক-রূহের ঢাল তুলে নিতে সাহায্য করেন যেন আপনি অন্ধকারের রূহের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভাবে দাঁড়াতে পারেন।*

আসুন আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হইঃ-

- *আসুন, আমরা কাহিনীটি আবার বলার জন্য চর্চা করি। আমরা আজ যে কাহিনীটি শিখেছি, সেই কাহিনীটি দু'জন করে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আবার বলুন।*
    - *যদি সময় থাকে, দল বদল করুন এবং আজকে আপনি যে পাঠটি শিখেছেন তা একে অপরের কাছে আবার বলুন।*
- *আমাকে বলুন এই সপ্তাহে আপনি কার কাছে সুসংবাদ তবলিগ করার পরিকল্পনা করছেন।*
- *আপনার পরিচিত শান্তির মানুষের কাছে "উম্মত তৈরী কর" বইটি থেকে পরবর্তি পাঠ শিক্ষা দিন।*
- *আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি।*

এর পরে কি করতে হবে

দলগত ভাবে মিলিত হওয়া চালিয়ে যান। "স্বাস্থ্যবান জামাত" বইটি ব্যবহার করে অন্য পাঠগুলোর মত করে একই নিয়ম অনুসরন করে শিক্ষা দিন। "স্বাস্থ্যবান জামাত*" বইটি আপনাকে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেবে যেন আপনি নতুন ঈমানদারদেরকে একটি স্বাস্থ্যবান* জামাতে *উম্মত হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন। যদি আপনি তাদেরকে প্রত্যেকটি পাঠ শিক্ষা দেন, তাহলে পাক-রূহের সাহায্যের মধ্য দিয়ে তারা একটি শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান* জামাত *হয়ে উঠতে পারবে।*